# শরীরের বাধা, পথের বাধা উপেক্ষা

# করেই সমাবেশে হাজারো মানুষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ৩রা ডিসেম্বর**— নানা আবেদন জানিয়ে ছোট্ট ছোট্ট নানা পোস্টার পিচবোর্ডের ওপর সেঁটে বহরমপুর থেকে এসেছেন ওঁরা। কারুর দুটো পা নেই, কারুর হাত দুটো কাঁধের কাছেই শেষ হয়ে গেছে, কেউ চোখে দেখতে পান না। এমনই অনেক মানুষ শুধু বহরমপুর নয়, রাজ্যের নানা জায়গা থেকে খুবই কষ্ট করে এসেছেন রানী রাসমণি রোডে। দুপুর এগারোটার সময়ই ধর্মতলা জমজমাট। এসেছেন হাজার হাজার মানুষ। ধর্মতলার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির আইল্যান্ড থেকে চৌরঙ্গীর এল আই সি বিল্ডিং পর্যন্ত রানী রাসমণি রোড দখল করে নিয়েছেন প্রতিবন্ধী ভাইবোনেরা।

শুক্রবার ৩রা ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে কলকাতায় জমায়েতের ডাক দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী। এদিনের এই বিরাট সমাবেশে বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির কার্যকরী সভাপতি বিমান বসু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'প্রতিবন্ধী' শব্দটি চালু থাকা উচিত নয়। এই শব্দের পরিবর্তন করে বলার সময় এসেছে 'শারীরিক সমস্যা' আছে এমন মানুষ। বিমান বসু, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ চক্রবর্তী, কান্তি গাঙ্গুলি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখনই গোটা সমাবেশজুড়ে হাততালির সঙ্গে দুলে উঠছিল, 'আমরা কারুর করুণা ভিক্ষা চাই না, চাই না সকলের সহযোগিতা' লেখা বিরাট বিরাট ব্যানার।

বিমান বসু বলেন, ১৭দফা দাবি নিয়ে এই সমাবেশে মানুষ এসেছেন। এই দাবিগুলির মধ্যে কিছু দাবি আছে যা এখনই সময়

বসু বলেন, ৩রা ডিসেম্বর বিশ্বপ্রতিবন্ধী দিবস, রাষ্ট্র সঙ্ঘের এই ঘোষণার কথা বিশ্বের সমস্ত দেশ জানে। গোটা বিশ্বজুড়েই আজ এই দিনটি পালিত হচ্ছে। কলকাতায় প্রতিবন্ধীরা সমাবেশ করে দিনটি পালন করছেন। ঠিক এই দিনেই তৃণমূল কংগ্রেস বন্ধ ডেকে শারীরিকভাবে সমস্যাজড়িত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই যুদ্ধে জয়ী হয়েই হাজার হাজার মানুষ সমাবেশে এসেছেন।

রানী রাসমণি রোডজুড়ে বিরাট মঞ্চে যখন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখছিলেন তখন এই বক্তৃতা যাঁরা শুনতে পারেন না সেই বধির মানুষগুলির জন্য মঞ্চে দাঁড়িয়েই 'সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে' বক্তৃতা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন হেলেন কেলার স্কুলের শিক্ষিকা মধুমিতা দত্ত। এই বধির মানুষরা চোখের পাতা না ফেলে তাকিয়ে ছিলেন মঞ্চের ঐ শিক্ষিকার দিকে। পরিবহনমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর বক্তৃতার শেষে খুব হাততালি দিলেন এই মানুষগুলি। ওঁদের কাছেই জানলাম, মধুমিতা দত্তের ঐ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকেই ওরা বুঝে নিয়েছেন, সমাবেশের শেষে ইনডোর স্টেডিয়ামে রাশিয়ান সার্কাস দেখতে যাবার আমন্ত্রণ ঘোষণা করেছেন পরিবহনমন্ত্রী।

এদিন এই মঞ্চেই গান, মূকাভিনয়, নৃত্যসহ বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। বক্তৃতা হয়েছে, তার মাঝেই ছিল এসবের অনুষ্ঠান। তাই দীর্ঘসময় নিয়ে চলেছে সমাবেশের কাজ। রাজ্যের এই শারীরিক সমস্যাজড়িত মানুষগুলির মধ্যেই কেউ অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে যাবেন খেলতে। কেউ ২১ হাজার ফুট পাহাড়ে উঠেছেন, কেউ বেহালা বাজিয়ে রেকর্ড শিল্পী হয়েছেন

নির্দিষ্ট করে মীমাংসা হওয়া উচিত। রাজ্যের প্রতিবন্ধীদের স্কুলগুলিতে দ্রুত মিড -ডে-মিল চালু করা দরকার, ২০০৫ সালের মধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তর ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর প্রতিবন্ধীদের পরিচয়পত্র এবং মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেবার কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া শহরতলির ট্রেন এবং সরকারী বেসরকারী বাসে ছাড়ের ব্যবস্থার দাবি মেনে নেওয়া উচিত।

আবার কেউ পা দিয়ে ছবি এঁকে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের পুরস্কার জিতেছেন। এমনই অসংখ্য গুণী যুবক-যুবতীকে মঞ্চে সংবর্ধনা জানিয়েছে প্রতিবন্ধী সম্মিলনী। মঞ্চে সংবর্ধিত হয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অশোক চৌধুরী।

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের প্রতি বৈষম্য দূর করুন, মানবিক এই

● সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন

Close

Print